অগাস্ট বন্দর

মুকুল চৌধুরী

অস্পষ্ট বন্দর

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অস্পষ্ট বন্দর

মুকুল চৌধুরী

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

www.pathagar.com

অস্পষ্ট বন্দর

মুকুল চৌধুরী

OSPOSTO BANDAR
A Collection of poems by
MUKUL CHOUDHURY

গ্রন্থস্বত্ব

উম্মে খাদিজা উপা

প্রকাশক

আবদুল মান্নান তালিব

পরিচালক

বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা

১৭১, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বাসাপ প্র-৪৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

হামিদুল ইসলাম

প্রথম প্রকাশ

৬ পৌষ ১৩৯৮

২১ ডিসেম্বর ১৯৯১

কম্পোজ

কম্পিউটার হোম এন্ড প্রিন্টার্স

মুদ্রক

ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস

দাম

ত্রিশ টাকা

www.pathagar.com

যেতে হবে দূর এক অস্পষ্ট বন্দরে
হাতে ধরা সফরের ব্যবহার্য দ্বিবিধ তালিকা

তীরের বালুতে মাখা তালিকার একদিকে পূর্বসূরী স্মরণীয় নাম কতিপয়

অপর পৃষ্ঠায় আছে করুণ কষ্টের কথা
ঝড়ের দুঃস্বপ্ন গাঁথা তিমির কোপানি
শোষক মেঘের পিঠে বর্বর মৌসুমী
তৃষ্ণার তাড়না আছে, বিবমিষা সামুদ্রিক ব্যাধি
খোদিত ফলকে যার অন্য নাম মরণপয়োধি

পানি নেই—পুষ্প নেই—নেই জায়া—প্রিয়তমা সবুজ পৃথিবী
পাল ছিঁড়ে গেলে—দাঁড় ভেঙে গেলে—কার কাছে কার শেষ নামাজের দাবী

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রাপ্তি	৯
অনন্তের স্বর	১০
জননীর প্রতি	১১
ডি,আই,টি'র চূড়া	১২
প্লাবন—১৩৯৫	১৩
নজরুলের কবর এবং একটি প্রার্থনা সংগীত	১৪
প্রাচীন অশ্বত্থের জন্য	১৬
পিতামহ আমাকে বলুন	১৮
আমার জনক	১৯
জননীর চিঠি	২২
বয়স	২৫
অবাক কৈশোর	২৬
হারানো কলম	২৮
আহত আবেগ	৩০
সংকটে—সংক্ষোভে	৩১

www.pathagar.com

৩২ পাতি—আমলার নোটশিট
৩৪ বৃষ্টির বিকল্প নেই
৩৬ রূপালি কিশোরীর প্রতি
৩৭ সমুদ্রের স্বর
৩৮ প্রতিতুলনা
৩৯ বৃষ্টির প্রজাপতি
৪০ শব্দেই আমার খেলা
৪১ ভাবছি আমি তোমার কাছে যাবো
৪৩ অসহ্য সুন্দর রাতে
৪৪ একদিন তুমি আর আমি
৪৫ ঘরে ফিরে
৪৭ উদ্বাস্তু শিবির
৪৯ শায়খুল আজহারের সাথে সাক্ষাৎকার
৫২ ভুরাগ নদীর তীরে
৫৫ অস্পষ্ট বন্দর

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বইঃ

প্রকাশিতঃ

ঝন্‌ঞা বিক্ষুব্ধ আফগানিস্তান (প্রবন্ধ)

আমাদের মিলিত সংগ্রামঃ মওলানা ভাসানীর নাম (যৌথ সম্পাদনা)

প্রকাশিতব্যঃ

শোকের কাসিদা (কবিতা)

মাতৃত্বের সংকট ও অন্যান্য প্রবন্ধ (প্রবন্ধ)

ফররুখ আহমদকে নিবেদিত কবিতা (সম্পাদনা)

www.pathagar.com

প্রাপ্তি

আমার শিরার চেয়ে আরো তুমি নিকটে আমার,
যখন খুঁজতে থাকি তখন তো চুলের ডগায়
নয়তো বা অনুরূপ ঘুরে ফিরে শিরায় শিরায়
তোমাকেই দেখি শুধু; তোমাকেই দেখি যে আবার।

আমার স্মৃতির চেয়ে আরো তুমি গভীরে আমার,
যখন স্মরণ করি প্রতিদিন প্রতিটি সময়
তোমার নির্দেশ শুনি। সপ্রতিভ আমার হৃদয়
প্রত্যহ সরল দৃশ্য এইভাবে পায় উপহার।

আমার ক্ষমতা নেই আমি যাই এর বিপরীত
প্রেমিক তোমাতে তাই মাগে আজ নিমগ্ন জীবন
শস্যের সম্ভারে যেনো ভরে তার গোপন ভাঁড়ার।

তোমার সন্ধান আমি আমাতেই পেয়েছি নিশ্চিত
প্রথম বয়সে প্রভু এই প্রাপ্তি অনিদ্র ভ্রমণ
সারাটি জীবন যেনো টেনে যেতে পারি এই দাঁড়।
২২৬৮৮৩

www.pathagar.com

অনন্তের স্বর

মাঝে মাঝে মর্মলোকে বেজে ওঠে কিসের আঘাত
সময়ের স্রোতবেগে ওঠে নামে কেমন অস্থির
নির্জনতা, না কী কোন পিছুটান যন্ত্রণা নিবিড়–
যা আমাকে নিয়ে যায় ভাবলোকে– হানে কষাঘাত

কে এমন ডেকে যায় শূন্য থেকে থির থির স্বরে
উর্ধ্বালোকে কার বাস? অভিষিক্ত মহান প্রভুর
না কী কোন অভিশপ্ত মানুষের কুটিল–চতুর
মুখ ভিন্ন নামে ডাকে, ডেকে যায় ছদ্মবেশী স্বরে

আমি কী বিভ্রান্ত হবো মোহময় স্বরের অনলে
সমস্ত পুড়িয়ে দেবো অধৈর্যের বেহিসাবী পাপে
না কী কোন অমরাত্মা বলে দেবে দৃষ্টির অতলে
যত্নহীন পড়ে আছি এই ভস্মে অন্য এক শাপে;

নিজেই নিজের নও কিভাবে হে থাকো সমকাল
জেগে উঠে চোখ মেলো– চেয়ে দেখো কেমন সকাল!
১৩·৪·৮৫

www.pathagar.com

জননীর প্রতি

আমি কার অপেক্ষায় মধ্যরাতে একা জেগে থাকি
কে সে? কি রকম তার ছায়া কিংবা শরীরের রঙ,
যে আমাকে ভালোবাসে, নাকি কোন অনন্তের পাখি
যাদের হাতের স্পর্শে সেরে যায় শতাব্দীর জঙ?

এদিকে পেয়েছি আমি জনকের ঋণের তালিকা
যতদূর বোঝা যায় তালিকার দুরূহ আভাস
দায়িত্ব বুঝিয়ে তিনি ছিঁড়ে দিতে চান সেই সিকা
অস্থির করেছে তাঁকে যে গ্রহের ঘোলাটে আকাশ।

এখন কোথায় যাবো কোনদিকে আমার ঠিকানা
চৈত্রের মাঠের মতো জিজ্ঞাসার মাটি নিয়ে কাঁধে
কালের রাখাল আমি, অন্তর্হিত পথ নেই জানা
স্বপ্নের জমিন বুঝি পুড়ে যাবে দারুন বিবাদে?

গভীর সমুদ্রে আমি জনশূন্য ভাসমান দ্বীপ
প্রার্থনা, প্রার্থনা করো হতে চাই মূল অন্তরীপ।
৬.১২.৮৪

www.pathagar.com

ডি. আই. টি'র চূড়া

[জনাব আবুল ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া শ্রদ্ধাস্পদেষু]

" হে স্রষ্টা– প্রতিপালক
এই শহরকে নিরাপদ ও শান্তিময় কর।"
[ডি. আই. টি ভবন শীর্ষে উদ্ধৃত কুরআনের শ্লোক]

আঁধার বিদীর্ণ করে ফুটে ওঠে ডি· আই· টি'র চূড়া
ছায়াহীন সন্ধ্যারাতে উৎকীর্ণ এ প্রার্থনার বাণী
মূর্তিমান রূপ ধরে কম্পমান করে ইতিহাস
পথচারীদের চোখে– আকস্মিক ধ্বংস ও ক্ষয়ের;
পতনের বিপক্ষে এ সনাতন স্বস্তির বচন।

মানুষের শক্তি দেখো কি রকম ভগ্নপ্রায় শিলা
জীবিতেরা মৃত হয়, মৃতপ্রায় শিল্পের সাধনা–
অন্তিম যাত্রাকে তবু বিলম্বিত করে প্রাণকণা
সামান্য বাতাস পাবে এ আশায় গোপন কন্দরে
অদৃশ্য কৌটোয় পোষে অলৌকিক প্রাণের ভ্রমর।

অথচ জীবিতকালে নিজেকে সে কালোত্তীর্ণ ভাবে।
যখনি অবাধ্য হয়, জনপদে উপচায় পাপ
তখনি মৃত্তিকা ফুঁড়ে ওঠে আসে কার সে আক্রোশ?
আকাশের ছাদ ভেঙে নেমে আসে কার মহাক্রোধ?
নগর নিশ্চিহ্ন হয় কীটদষ্ট কাগজের মতো।

আদ ও সামূদ জাতি কিংবা নবী নূহের প্লাবন
মর্মান্তিক এ রকম কতো যে উল্লেখ ঘটনার
রয়েছে আল্লার বাক্যে কুরআনের চিরন্তন শ্লোকে
মাটির আদম তবু ভুলে যায় অহং–এর চাপে
এই সত্য; ডি· আই· টি'র চূড়া তার মস্ত প্রতিবাদ।
৬· ৩· ৮৬

www.pathagar.com

প্লাবন—১৩৯৫

নির্মম প্লাবন এসে বিছায়েছে শোকের নেকাব
জনপদে বিজ্ঞাপিত স্বদেশের সবুজ বিনাশ
পুরুষ—পুরুষক্রমে যার সাথে ছিলো স্থায়ী ভাব
এমন ঘরও ভাসে, ভেসে যায় স্বজনের লাশ।

প্লাবনের শব্দে কাঁপে জলবন্দী ভাদ্রের শহর
বিস্ময়ের গুঞ্জরণে নাগরিক হাত উথলায়
আর্তনাদ করে ওঠে সভ্যতার আলোকিত ঘর
স্পর্শের শিকড় খোঁজে ইতস্ততঃ জলের তলায়।

অদূরে কিষাণ পল্লী দাঁড়িয়ে রয়েছে এক ঠায়
কেমন দেখায় যেনো শোকাচ্ছন্ন বিধবার বেশ
খরস্রোতে ভেসে গিয়ে গৃহস্থালী যখন লুটায়
জলের গভীর তলে কেঁপে ওঠে কিষাণের দেশ।

এককালে এই দেশে যতো ঢল ততো হতো ধান
আজ কেনো লুপ্ত হয় কর্দম লাঞ্ছিত এই বাট
সাগরের নোনাজলে প্লাবনের ঢেউ ধাবমান
নতুন পলল পড়ে ভরে যাক তামাম তল্লাট।

www.pathagar.com

নজরুলের কবর এবং একটি প্রার্থনা সংগীত

"মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই
যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।।"

—কাজী নজরুল ইসলাম

রাজধানী শহরের প্রাণকেন্দ্রে তোমার নামের এভিন্যুর
পীচের তলার সমস্ত ইট–সুড়কি ও কংক্রিটগুলো
অহরহ সাইবেরিয়ার বন্দী শ্রমিকের কণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে।

হ্যাঁ, ওই সড়কের যান্ত্রিক বাহনগুলো
নাগরিক মানুষের ভার বহনের ক্ষমতা হারিয়ে যেনো
বুড়ো কদম আলীর মতো কুঁজো হয়ে গেছে!

আর মসজিদ চত্বরের পবিত্রতা যেনো
বিবস্ত্রতার লজ্জায় রাঙা হয়ে
প্রাণপণে উর্ধ্বালোকের দিকে ছুটছে!

দেখো, তোমার প্রার্থনায় মসজিদের শহর
পাসপোর্ট–ভিসার সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা বাতিল করে দিয়েছিলো
এবং একজন কবির সপক্ষে স্বয়ং আল্লাহ্
একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য একটি পতাকাও দিয়েছিলেন।

তোমার মৃত্যুতে একজন সৈনিক–রাষ্ট্রপ্রধানের প্রদত্ত আনুষ্ঠানিকতার
নেপথ্যেও কি কেবল কবিতা?– না কি তোমার প্রতি
দশকোটি মানুষের ভালোবাসা
তাঁর জলপাই রঙ উর্দিগুলো সারি বেধে দাঁড় করিয়েছিলো?

আশ্চর্য তোমার প্রার্থনার বাক্যবন্ধন।
আশ্চর্য, আশ্চর্য সম্পন্ন তোমার গীতিগুচ্ছের উপঢৌকন

www.pathagar.com

অথচ, আমরা কেউ কেউ প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় নিয়ে
আমৃত্যু এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছি।

না, এবার তোমার কবরের দৃশ্য দেখে
অবিশ্বাসী কবিরা তাদের আত্মার বেলাভূমি থেকে
প্রবীণ জ্বিনের শক্তিতে নিজ নিজ অভিযোগের বাক্সটি নিশ্চয়ই
বিশ্বাসের সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবেন।
৪· ৬· ৮৬

www.pathagar.com

প্রাচীন অশ্বত্থের জন্য

[মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী স্মরণে]

এক.

'ওরা কেউ আসেনি'

'ওরা কেউ আসেনি' বলে বাম হাতটি তাঁর
ক্রমশঃ দক্ষিণে প্রসারিত হতেই আমার মনে হয়েছিলো
ফণা তোলা হাতের ওই মুদ্রাই বিপ্লবের নিশান
পর্বতের ঢালের মতো প্রশস্ত পাঁজর হবে স্বাধীন স্বদেশ।

ক্রমাগত বাতাসে ফুঁ দিলেন মজলুম মওলানা
শব্দ সব তুমুল মাতম তুলে বৈশাখী ঝড়ের
ট্রাফিক আঙ্গুল গলে অনায়াসে চলে যায় বলিষ্ঠ আওয়াজ
চোখের তারারা দেখে অগণিত মানুষের ঢল।

এই যেনো ধ্বসে যাবে শাসকের লাল ইট খিলান
ঘরহীন নির্বাসিত চরের মানুষ পাবে ঈসা খাঁ'র বল
তামাম মুল্লুক পাবে গতি পথে এক নদী সান্ত্বনা–সাহস
যেমন নীলের তীরে একদিন পেয়েছিলো মূসার উম্মত।

এখনো গভীর তন্দ্রায় শুনি 'ওয়ালায়কুম আস্ সালাম'
ধ্বনি নয় যেনো কোনো ঐশ্বরিক টেলিগ্রাম পড়ি।
ঘুম থেকে ঘুমে লোটা গভীর স্বপ্নের ভেতর শুনেছি 'খামোশ'
শব্দ নয়, কান ফাটা যেনো এক বজ্রের গমক।

এইসব শব্দময় ধ্বনির কাছে যতোবার যাই
ততোবার পাই আমি ঘ্রাণের বিস্তার
এইসব স্বপ্নময় শব্দের কাছে যতোবার যাই
ততোবার ছুঁই আমি মানুষের রাজার মুকুট।

যখন নিদ্রা ভেঙ্গে ক্রমে ক্রমে ছেড়ে আসি স্বপ্নের পালক
চোখ মেলে চেয়ে দেখি আকাশের ঘন নীল বর্ণের পাশে
অসীম মন্ডলব্যাপী রাতের বিমান হয়ে উড়ছে যেনো প্রাচীন এক অশ্বত্থের বাহু।
বাতাসের সাঁই সাঁই শব্দের চেয়ে বেশী বেগে পাহারা দিচ্ছে এই আকাশ সীমানা।

২১·১১·৮৪

www.pathagar.com

দুই.

গভীর রাতের ঝড়

কাল রাতে
হাঁ কাল গভীর রাতে আকাশ আচ্ছন্ন ছিলো ঝড়ে
আমাদের পিতৃপুরুষের এই নগরী আক্রান্ত হয়েছিলো সামুদ্রিক টাইফুনে
দিগন্তে ঢলে পড়া চাঁদ মেঘের আড়ালে ছিলো,
নির্বাক-নিষ্প্রদীপ ছিলো অসীমের নক্ষত্র মন্ডল।
আমাদের তিন পুরুষের এই নগরীর স্বপ্নগ্রস্ত খামখেয়ালীর বিপক্ষে
যেনো কেউ দাঁড়িয়েছে কয়েক শ' খৃষ্টপূর্ব বছর আগের
দুঃসাহসী জূরকারনাইনের পৌরাণিক বীরত্বের সাহসী প্রত্যয়ে।

কাল রাতে
হাঁ কাল গভীর রাতে প্রকৃতির নিয়মের তরঙ্গ দোলায়
কাঠগড়ার আসামীর মতো ইমারতগুলো কাঁপছিলো,
বস্তির ঝুপড়িগুলো সূর্য জেগে ওঠার আগেই জেগে উঠেছিলো
মাটির জাজিম বিছানো ঘুম সকালের রোদে চাঙ্গা না হতেই
গা ঝাড়া দিয়েছিলো।

কাল রাতে
হাঁ কাল গভীর রাতে অশ্বারোহী এই বাতাসের মোকাবেলায়
সশব্দে দাঁড়িয়েছিলো নব্য এক শাদ্দাদী বেহেশ্‌তের সব ক'টি কামান
নীড়হারা পাখিরাও তুলেছিলো প্রচ্ছন্ন সুরে এক আত্মভোলা গান।

কাল রাতে
হাঁ কাল গভীর রাতে বয়ে যাওয়া উর্ধমুখী ঝড়ের শাসনে
আমি এক তর্জনীর শাসানোর ভঙ্গিটি দেখেছি
বকের ডানার মতো শুভ্র-সফেদ এই অবয়ব
লালবাগ কেল্লাকেও গাম্ভীর্যে হার মানিয়েছে।
২৮-১১-৮৪

www.pathagar.com

পিতামহ আমাকে বলুন

[ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, পিতামহ প্রতিমেষু]

আমাদের ঐতিহ্য থেকে গাছের ছালের মতো
কারা যেনো তুলে নিতে চায় সব স্নিগ্ধ ক্লোরোফিল

আমাদের অস্তিত্বের ইট ধরে টানে,
পলেস্তরা খসে গেছে আর কংক্রিট খিলখিল হাসে
পঙ্গপাল শস্য খেয়ে ফিরবার পথে
বৃষ্টিভেজা আলপথে বসিয়েছে ইদুঁরের দাঁত

ঐতিহ্যের শস্য নিয়ে কারো চোখে নেই আর সংহারের ক্রোধ
অস্তিত্বের ইট ধরে কেউ আর পাঁজরের হাড্ডির দেয় না উপমা

আমাদের কেবল রয়েছে
আজ
কতিপয় মেধাহীন রাতজাগা গ্লানি

পিতামহ!
এই দেশে সাধকের প্রতীতিও নেই
আর
ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়েছে নকল ব্যানার
গজ–ফিতার সন্ত্রাসের নীচ থেকে
আপনার প্রজ্ঞার বিলোপের ধ্বনি ভেসে আসে

আহা, সেই বৃক্ষের ডালপালা
কারা কেটে দিতে চায়
হাজার বছর ধরে বেড়ে ওঠা ফুল
পুষ্পিত বাগান থেকে কেড়ে নিতে চায় কারা! কারা?

অস্তিত্বের পিতামহ আমাকে বলুন
এমন লুণ্ঠন থেকে আপনার ঐতিহ্য কিভাবে বাঁচাবো?

১৭·৭·৮৬

www.pathagar.com

আমার জনক

কিছুক্ষণ আগেও তিনি মাগরিবের নামাজে ছিলেন গ্রামের মসজিদে।
অসীম অস্তিত্বের দিকে শব্দময় হেরার দানা ছড়াতে ছড়াতে এইমাত্র বাড়ী ফিরেছেন।
আমি তাঁর দ্বিতীয় সন্তান, অবিরত সময়ের সিঁড়ি ভেঙ্গে চিনে-জেনে চারদিক পড়েছি
সাতাশে।
বসবাস নগরেই। সময়ের অধিকাংশ সভ্যতার সর্পিল এই ফাটলে কাটে
অবশ্য নিশ্চিত নই, থাকার ক্ষমতা আমি আজতক করতে কি পেরেছি অর্জন?

আমার সাথে আলাপ জমাতে পারেননি তিনি সম্ভবতঃ অভ্যাসের বশে।
তাঁকে আমি দেই না কোন দোষ। অদৃশ্য অঙ্গারে আমি নিজেই পুড়ছি অবিরাম।
মাত্র জীবন হয়েছে শুরু, প্রকৃত আরম্ভ যাকে বলে।
বয়সের গুণে হোক অথবা সময়ের, সাতাশের সত্তায় থাকে
হরেক রকমের উত্তপ্ত হেকার দাগ ক্ষত-বিক্ষত, রুক্ষ-ছিন্ন বেশে প্রথম ক্লান্তির।
কোনোটা ভবিষ্যৎ উৎকণ্ঠার, কেনোটা বিরুদ্ধ হাওয়ার। বেদনার-এমনও রয়েছে বহু
ধাবিত নৌকার মাস্তুলে পারছি না লাগাতে ছেঁড়া একটিও শততালি পাল।

অবশেষে আরাম-কেদারাটা আলো-ছায়াময় উঠোনের ঈশান কোণে নিয়ে
নিঃশব্দে বসে পড়েন জনক আমার। রাতের শুরুতে যেনো তিনি এক তুষার-মানব।
তাঁর নিঃশব্দ নিঃসঙ্গতায় মাথার উপরে ব্যাপ্ত জাম্বুরা গাছ
মৌসুমের শেষে সব চেনা পাতা হারিয়েছে যে
বসন্তের মৃদুমন্দ বাতাসের কশাঘাতে সে ও তার ডালগুলো
আশ্চর্য বিস্ময়ে চেয়ে আছে আবছা জ্যোস্নায়
মনে হলো অনেক শ্রোতার কান উৎকীর্ণ মাথার উপর।
জনকের মুখের দীপ্তি দেখে আমি আরো হলাম অবাক
তাঁর এই চেনা মুখ হারালো কোথায় কোন্ অচেনা বন্দরে
সদ্য দেখা মুখে এক পর্বতের বলিরেখা, নীচে যেনো প্রাচীন প্রান্তর।
হাঁ, বয়স তাঁর পেরিয়ে এসেছে প্রায় গন্তব্যের কাছে
সেকেন্ড-মিনিট-ঘন্টা, বছর-সপ্তাহ্ আর মাসের গতিতে
সময়ের পাথরকণা পেছনে উড়িয়ে এসেছে অজস্র ধূলোবালি,
জীবনের এই ধাপে সাজাচ্ছেন তাহলে তিনি অনন্তের উত্তরমালা মনের অতলে।

www.pathagar.com

তিনি থেকে থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছেন।
হিসাবের কোথাও লেগেছে কি শক্ত কোন গিঁট্?
অবশ্য ললাটের বিভূতি জেগে ওটা দেখে মনে হয় পেছনের দ্যুতি তাঁর করতালিময়
ভবিষ্যৎ তাহলে সাধের–হীন সংশয়ের।
সন্ধ্যার তারার আলোয় তবু আশ্চর্য বিস্ময়ে আমি দেখি
আমার জনক যেনো দাদার উঠোনে এক প্রৌঢ় সওদাগর
অথচ কিছুক্ষণ আগেও তিনি হুঁকো টানছিলেন আর থেকে থেকে কাশছিলেন।
কনিষ্ঠা কন্যা তাঁর আদরের দুলালী
উঠোনের অগ্নিকোণে হারিকেনের আলো ছড়িয়ে
পাঠশালার পড়া তৈরীতে ছিলো ব্যস্ত এতোক্ষণ।

তাহলে এই হলো কথা–
অকস্মাৎ জনকের ভেতর থেকে অন্তর্ভেদী শব্দ জেগে ওঠে
শাসনের অথবা শিক্ষার,
"শ্বাপদ–শংকুল এই বনে হারিয়ে ফেলেছো পথ, কোথায় প্রকৃত শুরু
কোথায় বা শেষ? কিছুই শেখো নি?
সাতাশ বছর আগে প্রথম তুমিই করেছিলে শুরু? না, হে যুবক–
তোমার আরো আগে আমি, এই পরিব্রাজক, তারও আগে আমাদের
পিতা,
আরো আগে–সকলের শুরুতে আমাদের শিকড়
আমাদের অতীতের খুঁটি আদি বৃক্ষ আদম আর হাওয়া।
অন্ধকারে সারাক্ষণ হাতড়ে বেড়াবে পথ হবে অসহায়,
পথের কিনারে বসে কায়ক্লেশে হবে মুহ্যমান
পরিণামে নিজের ক্ষুধায় হবে নিজেই খাবার।
অবশ্যই নিমজ্জিত মানুষের হাত থেকে ছাড়িয়ে নাও তোমার দু'বাহু,
যদি চাও অসীমের ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎ
নিজের ভবিষ্যৎ তুমি নিজেই বাঁচাও। মননের ফাটলে দাও ঐশ্বরিক ইট
স্বপ্নের মরাল দেখো কী সহজে উড়তে পারে বায়ুর ভেতর।
জেনে নাও–
পবিত্র আঁচল তিনি পেতে দিয়েছেন
কখনো সিনাই পর্বতের ঝলমলে দ্যুতির বিকিরণে

www.pathagar.com

কখনো ফারানের চূড়ায় করুণার মেঘবর্ষণে, কখনো হেরার গুহায়
অন্ধকারেঅতি সন্তর্পণে।
পবিত্র আঁচল থেকে শিখেছি আমিও এই ধ্রুপদ কৌশল
রক্ত থেকে শিরার তফাৎ যতোদূর, মানুষের সাথে প্রভুর ফারাক ততোদূর।
হে আমার দ্বিতীয় সন্তান!
সীমাহীন যন্ত্রণার সাথে নিরুদ্বেগ পাল্লা দিয়ে নয়
প্রকৃত ঠিকানার অণ্বেষণে প্রথমেই হয়ে যাও স্থাণু।"

আমার প্রকৃত আরম্ভের, বসন্তের প্রথম এই সুবর্ণ এশায়
মননের সমুদ্র সৈকতে পা দিয়ে ভাবছি নতজানু–
লোকমান হেকিম তাঁর পুত্রকে কী সব নসিহত করেছিলেন!

আর ভাবতে ভাবতে কি আশ্চর্য
পবিত্র আঁচলের কোণায় দাঁড়িয়ে আমরা পরস্পরকে খুব ভালোভাবে চিনে নিলাম
তিনি আমার জন্মদাতা পিতা এবং আমি তাঁর বিশ্বাসের ভূমিষ্ঠ উত্তরাধিকারী।
২৪·১২·৮৪

www.pathagar.com

জননীর চিঠি

তোমার চিঠির ভাষা আমাকে কেমন লজ্জা দেয় তা কি তুমি জানো?

অথচ সফেদ বোরখায় ঢাকা তোমার মুখের মন্ডল থেকে
পূণ্যময়ী ব্যক্তিত্বের যে জ্যোতিরা ঠিক্‌রে বেরোয়
আমার লজ্জাগুলো দেখে তাতে প্রচন্ড সাহসী এক ফাতেমার স্বর্গীয় ভঙ্গিমা।
আমার নিস্তব্ধ নির্জনতায়, বিক্ষুব্ধ–ঘাতক এই নির্দয় সময়ের নির্মম আঘাতেও
শ্রমে ঘামে পরিপুষ্ট যৎসামান্য সোনালী ফসল
তোমার মায়ার জঠর থেকে উঠে আসা মোহময় কথার পালকে দেয় ভর
বারবার ফুরফুর উড়ে যায় মহাশূন্যে বায়ুর ভেতর।

তরুণ তাপস না হই, বিষাক্ত এই শতকেও ফেরারী ডাকাত আমি হইনি এখনো
অসহ্য যন্ত্রণার ভার বুকে নিয়ে প্রতিটি প্রত্যুষে আমি সূর্যোদয় দেখি
সমস্ত বিরোধ ঠেলে প্রতিদিন লবণাক্ত সমুদ্র থেকে তুলে আনি এক স্তূপ সাহসী মাস্তুল।

জঠরের অধিকারই বড়?
আমাদের শস্যের গুদামে স্পর্ধার দুষিত লালসায়
লুঠেরারা ভিড়িয়েছে লক্ষ্যভ্রষ্ট বিশাল সাম্পান
জানো না জননী তুমি,
তুমি আমি আমাদের আত্মীয়–স্বজন, এমন কি রাষ্ট্রের কর্ণধার যিনি গোয়েন্দা প্রধান
জানেন না কেউ কেমন নিনাদে এরা ডাক দেবে, স্বরগ্রাম কতোখানি হবে
তবে আমি এতোখানি বুঝি
নগরীর দুর্ভেদ্য তোরণগুলো সাথে সাথে খুলে যাবে নকল বাতাসে
ডাক শুনে একে একে জড়ো হবে বৃদ্ধ–বণিতা–আবাল
বিচিত্র মিছিলে এরা যেনো সব রবোট–মানুষ।

এও আমি স্থির নিশ্চিত, নিঃশব্দ–মাতাল এরা হবে না কখনো
কখনো হবে না এরা স্থিতির ফেরারী, জেনে রেখো–

www.pathagar.com

এরা হবে সভ্যতার সশস্ত্র ঘাতক
অনুভবে গেঁথে রেখো বলিও না প্রতিবেশী মুখরা নারীকে
আমাদের রক্তে এরা ঢেকে দেবে আমাদেরই স্মৃতির ফলক
চিঠির পৃষ্ঠায় এতো অভিযোগ পাঠিয়েছো সংশয় অথবা সন্দেহে
অভিমানী বালিকা নানার, এখন তুমিই বলো এ কেমন একপেশে তোমার কলম

তবে এও ঠিক সন্তানের অমঙ্গল কামনা করেছো
এই ভেবে তোমার হৃদয় তুমি বাষ্পহীন পাথর করো না
আমার একিন হলো, অন্ধকারে এ-ই হবে আমাদের সাহসী লেবাস।

এমন সুদূর স্বপ্ন কখনো কী বিফল হয়েছে
বেশী পাওয়ারের চশমাটা চোখে নিয়ে বহুবর্ণে খুঁজে দেখো,
বিচিত্র ভাষায় পাবে
অলীক গাছের ছালে মুদ্রিত রয়েছে প্রতীক;
পাখির চঞ্চুতে দিও হাত
তুমুল বর্ষায় – নিদ্রাহীন বাক্যালাপে নদীর স্রোতের বেগে
পুষ্টিময় সবুজ উদ্ভিদে কিংবা
আমাদের আটচালা ঘরের মাচানে বাধা মাকড়সার জালে
স্থির করো দুই চোখ
নির্ঘাত পেয়ে যাবে বিশ্বাসের বিচিত্র দ্যোতনা।

বিশ্বস্ত অশথেও আছে, দুঃখময় জনকের খদ্দর জামাতে,
নানার মৃত্যুর কথা নিশ্চয় খেয়াল আছে
লোবানের গন্ধের তীব্রতায়
তোমার ঘনিষ্ঠ সেই শবদেহে জীবনের ধাঁধার সংকট
সেখানে পাঠিয়ে দিও স্মৃতিকে তোমার
যদি পারো খোঁজ নিও নানীর লাঠিতে।

অভিমানী জননী আমার এখন তুমিই বলো
জ্বলন্ত আগুনে কোনো বারবার ছাই চাপা দাও

www.pathagar.com

অহেতুক অনিদ্রা করো
সন্তান গরবে মুছো দু'চোখের স্নেহধন্য পানি।

এমনিতে প্রান্তে আছি পড়ে যাবো নয়তো বা পিছিয়ে যাবো ভয়
তোমার শাসানো বাক্যের ভয়ে অকস্মাৎ যদি থেমে যাই
আরশোলার অত্যাচারে নষ্ট যে হয়ে যাবে দাদীর সিন্দুকে তোলা তোমার জামদানী।

শাড়ীর প্রশংসা করি। অনুমতি দাও তবে, নির্ভয়ে আমি হই দ্রুতগামী অশ্বের সোয়ার।
১৬·১·৮৫

www.pathagar.com

বয়স

বয়স করেনি স্পর্শ দ্বিধাহীন ছোটে তাই শিশু
কিশোর ভাসে না জানি বেদনার তীব্র কোন ক্ষারে
লায়েক জোয়ান তার পৌরুষের, সাহসের ভারে
জীবন যাপন করে হয়ে যায় দৃপ্ত জিজীবেষু

ক্রমশঃ দুর্বল বৃদ্ধ তার ক্রমঃঅবসন্নতায়
কঠিন সময় গুণে পাড়ি দেন মৃত্যুময়তায়

বয়স বয়স নয় এ যে এক রঙীন ফানুস
বয়সে শাসিত হন নিজগুণে বয়সী মানুষ।
২৬· ৬· ৮৩

www.pathagar.com

অবাক কৈশোর

আমার কি হন তিনি?
পেছনে দাঁড়িয়ে যিনি গ্রামের সীমানা থেকে
'দুর' 'দুর' কুকুর তাড়ান।

একদল খেঁকিকুত্তা ক্রমাগত তাড়া করে আসে
কাঠের গুল্‌তি থেকে ক্রুদ্ধবেগে ছুটে আসে ঢিল
এই দেখে মহাকাশে উড়ে যায় এক ঝাঁক কম্পাহীন চিল

মেদহীন সম্পর্কের তিল
পিতাপুত্র পরিচয়ে শরীরের নতজানু ঋণ
শোধবোধ হয়ে গেছে এই ভেবে
লাল ঝুঁটি কিশোর মোরগ
ফুস্‌ফুস্‌ নিঃশ্বাসে ঝরায় পালক

কিশোর উদ্ধত
হাতের কব্জিতে নিয়ে বিনাশী আঁচড়
পায়ের কণ্ঠার কাছে লোহিত অহং চেপে সজোরে দু'হাতে
বেদনার নীল পাখি ছুঁড়ে দেয় সজল আঁধারে

দুঃখ তার পাখা মেলে দূরে ভেসে যায়
ঘৃণা তার দ্যুতি হয় মোহবিষ্ট আপেলের ঘ্রাণে
সজল চোখের কোণে পেছনের কীর্ণ চরাচর
দেয় ডানা মেলে

দূরপথ–আলপথ–কাঁদাপথ–মেঠোপথ
ধূসর সন্ধ্যায় তাকে ডাকে,
গ্রামের সীমানা ধরে নামহীন দিকহীন ডাকে বাঁকে বাঁকে

www.pathagar.com

তৎক্ষণাৎ অন্য এক প্রবীণ জনক
গ্রামের সীমান্তে যিনি কিশোরের উল্লম্ফের বিষে
টেলিগ্রাফ থাম ধরে বাকহীন আলাদা ছিলেন
আপন পুত্রের স্নেহে সামনে বাড়িয়ে
দেন তিনি
তার দুই অন্তরঙ্গ হাত

আমার কি হন তিনি?
পেছনে দাঁড়িয়ে যিনি
দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলে আমাকে ডাকেন।

কিশোর অবাক হয়
অবাক কৈশোর,
কে তিনি–দিলেন যিনি
ভেজা ছাই ঢেলে,
বুকের গোপন তলে
জ্বলন্ত অঙ্গারে?
২৩·১·৮৭

www.pathagar.com

হারানো কলম

কেনো যে এমন হয়
আমার অতীত থেকে অহরহ ঝরে পড়ে স্মৃতির দানারা
কখনো বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে ঝরে,
কখনো প্রবল বেগে ক্রমাগত শাওয়ারের নিম্নগামী ধারা।

এখনো স্মরণ হলে অদৃশ্যে আছাড় খেয়ে
ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে হৃদয়ের পম্পেই নগরী।
কৈশোরের রূপালী দুপুরে আমি
সোনালী ধানের শীষে হারিয়েছি আমার কলম
প্রবল ঝড়ের রাতে বাঁশঝাড়ে
সূচালো কঞ্চিতে হায় অসহায় কতো যে খুঁজেছি
একদিন সারারাত আবদা হাওরে গিয়ে
জ্বিনদের বিলিয়েছি রাতের জিলাপী
বাজারে দিয়েছি ঢোল,—
'একটি কলম হারিয়েছি
আনকোরা নতুন কলম
রঙ তার সরিষার
কেউ কি পারেন দিতে সঠিক সন্ধান।'

একদিন চৈত্রের দুপুরে এই অবুঝ কিশোর
ফড়িং ধরতে গিয়ে চিনে আসি জোলেখার ঘর।

জোলেখা গ্রামের মেয়ে বিশ্বাসের আদিম পাথর
শাড়ির গোপন ভাঁজে যত্ন করে ধরে রাখে পবিত্র আতর।

জোলেখা আমার প্রেম পূর্ণিমার মোহমুগ্ধ আলো
পাড়ার সরলমতী এতো রূপ কোথায় কুড়ালো।

www.pathagar.com

জোলেখার স্মৃতি যেনো কৈশোরের হারানো কলম
গ্রামের বিবাদে কাঁপা অবিকল ধারালো বল্লম।

বহুদিন ভুলে আছি গন্ধবতী জোলেখা যে কই
জোলেখার পাকা ধানে কে দিয়েছে সর্বনাশা মই?

কেনো যে এমন হয়
আমার কৈশোর থেকে অহরহ ঝরে পড়ে বৈশাখের আম
কখনো জোলেখা হয়ে অসহ্য ব্যথায়
হাওরের মৎসভুক উদের উৎপাতে,
কখনো বা বাঁশঝাড়ে গ্রামের দুপুর
মক্তবের কাদা পথ দল বেঁধে কিশোরীরা যে ভাবে মাড়ায়।
৭· ৫· ৮৫

www.pathagar.com

আহত আবেগ

কি প্রতীক দেবো আমি জীবনের বিপরীতে
স্বদেশের ডান পাশে কি হবে উপমা
কবিতার ভাবনায় বাঁধবে নিপুণ বাসা
কার পোষা পাখি
কোন্ মহামনীষীর নিখুঁত জীবন হবে
উদয়াস্ত রূপকের আকাশ সুষমা

অথচ ঘুমে ও স্বপ্নে অহরহ দুলে ওঠে কবিতার ভাষা

চাঁদের লণ্ঠন থেকে মাছের ঝাঁকের মতো
ভেসে আসে নিশিথের ব্যাকুল আবেগ

নির্দয় প্রতীক আর পাষাণ উপমা খোঁজে
একদল পিঁপড়ের রাত্রিভর শুরু হয় অসার অণ্বেষা

অথচ
স্বপ্নের চাদর তুলে দেখি এক অবাধ্য রমণী
ঘুমের শূন্যতা থেকে নির্বিকার ফেলে দিচ্ছে
আমার জমানো সব জীবন–প্রতীক।
১·৭·৮৬

www.pathagar.com

সংকটে—সংক্ষোভে

এমন নিপুণ হাতে তুলে দিতে পারে কেউ আবেগের ফাঁস
যে ভাবে তরংগ দোলে বিষধর সাপের ফণায়
আকাশ দু'হাত ছুঁড়ে মর্ত্যলোকে ক্রুদ্ধ অভিশাপে
অকস্মাৎ ভেঙে পড়ে গৃহবধু ছালেহার ছাদ
বাক্যের বিন্যাসে কি না মানুষের মোহময় জিহ্বা পরাজিত।

অচেনা ঘোড়ার পিঠে দিকভ্রষ্ট ছুটে কোন আনাড়ী সেপাই
উন্মত্ত বাতাসে যার খুলে যায় বুকের বোতাম
কখন এসেছে ছিঁড়ে জঙধরা ক্রোধের লাগাম
কোথায় সে হারিয়েছে সহচরী কৃপাণের ধার
পরিবর্তে কটিবন্ধে কে দিয়েছে গুপ্তহাতে অপবিত্র মাটি।

অবিকল পেশী থেকে খসে গেলে পরজীবী সামন্তের লাঠি
যেভাবে উল্লাস ওঠে নিরক্ষর আর্দ্র জনপদে
বাক্যের আড়ালে রেখে একখন্ড সফেদ কাফন
সংকটে যেভাবে বাজে পরদ্রোহী প্রতিশোধ ধ্বনি
কুটিল কৌশল হানে সেভাবেই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ জনেরা।

তিক্ততার সেরা দৃশ্য অহরহ ঘোলা করে চোখের বিশ্বাস
আকাশের দূর পথে অন্ধরাতে কে দিয়েছে ছাদ
পাতালের সিঁড়ি পথে লাগিয়েছে হতাশার তালা
কে এমন দূর থেকে ছড়িয়েছে বিষের বিবাদ
মাঠের ওপাশ থেকে দেখে যাবো বন্ধুদের সকল নষ্টামী।
১· ৫· ৮৫

www.pathagar.com

পাতি–আমলার নোটশিট

মহান পাতি–আমলা
অবশেষে একজন সামান্য কবিকে আপনার
হাল্কা বলপয়েন্টের নীচে পিষে ফেলার হিংস্র অভিলাষে
রোলটানা একখন্ড অহংকারী নোটশিটের আড়ালে আপনি
একটি সপ্তাহ্ ধরে ধূর্ত নেকড়ের মতো ওৎ পেতে থাকতে পারলেন?

আপনার অভিশপ্ত কলমের ক্রুদ্ধ আঁচড়ে কিলবিল করে যখন অসংখ্য কীট
অহংকারী নোটশিটে হিংসার কুয়াশা ছড়ালো
পরস্পরের নিঃশ্বাস থেকে নির্গত বাতাস তখন দ্বিখন্ডিত।
সন্দেহের কাঁচে আপনি আমাকে দেখছেন,
আমি দেখলাম, মাথার উপর থেকে সরে যাচ্ছে ছাদ
চাঁদকে করছে গ্রাস পৃথিবীর ছায়া
অযুত–নিযুত লক্ষ–কোটি নক্ষত্র লাফিয়ে পড়ছে পৃথিবীর পাটাতনে
প্রচন্ড ভূমিকম্পে এ কোন্ পম্পেই নগর?

দক্ষিণের সাগর ক্রুদ্ধ স্বরে ফুঁসে উঠতেই আমি এক নারীর বিলাপ ধ্বনিও শুনেছিলাম
তিনি আমার জননী, আমার চারপাশে যিনি
পার্থিব সৌরভের মৌ মৌ গন্ধ খুঁজতে এসে
একটি দ্বিধান্বিত কলমের মমতায় বারবার অপার্থিব আনন্দে আর তৃপ্তিতে
কৃষ্ণা একাদশী চাঁদের মতো ফুরফুরে হাওয়ায় উড়াল জুড়ে দিতেন।
এমন জননীর কথা ভাবতে ভাবতে একটা স্বার্থপর মোষ
আমার ভেতরেও বারকয়েক লাফিয়ে উঠেছিলো।
অথচ তখন আমি নিরস্ত্র, পৃথিবীর দরিদ্রতম যুবক

একমাত্র সম্পদ নিজস্ব কলমটিও আপনার সন্ত্রাসের নীচে চাপা পড়ে ভেঙ্গে যাওয়ায়
এই অমোঘ–অনিবার্য দ্বন্দ্বযুদ্ধের পটভূমি থেকে সরে এসে
ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে আষাঢ়ের গর্ভবতী নদীতে ঝাপ দিলাম।

www.pathagar.com

গর্বিত পাতি–আমলা
আপন আত্মার অভিশাপে আপনার কলমকে আপনি যতো ইচ্ছে অভিশপ্ত করুন
আপনার বিদ্বেষের ঝালে ঝলসিয়ে দিন অসংখ্য যুবকের স্বপ্নের দালান
আপন কল্যাণকামীর প্রতি নিষিদ্ধ গলি থেকে কুড়িয়ে এনে ছুঁড়ে দিন আক্রোশের বিষাক্ত এসিড
সৌজন্যের সবুজ কামিজে যতোক্ষণ ইচ্ছে হয় রাখুন লুকিয়ে
আপনার চকচকে খুনী ওই কলমের নিব
'আমলা' নামক স্বরাট–সম্রাটদের গুণকীর্তনে আপনার
–মহান বড় কেরানির ওই নোটশিটে ভুল শব্দ আর বানানোর নগ্ন বন্দনায়
সত্যের যথেচ্ছ বলৎকার ঘটুক আমার আপত্তি নেই

আমার একটিই দাবী
শেষ প্রহরের কাঠগড়ায় আসন্ন ফায়সালার সন্ত্রাসে
ওই নির্দিষ্ট নোটশিটের কালো অক্ষরগুলো যেনো সাদা না হয়ে যায়।
২·১১·৮৫

www.pathagar.com

বৃষ্টির বিকল্প নেই

তোমার শরীর থেকে চিহ্ন পেয়ে ছুটে গেছি বৈরুতের দিকে
ক্রমাগত লেবানন জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে আমার দালান

তোমাদের গোপনীয় শব্দ থেকে অতিদ্রুত খসে গেলো আকাশের ছাদ
স্বার্থের শকুনগুলো কীভাবে যে ওৎ পেতে থাকে
সময়–সুযোগ পেলে ঠিকই তারা লাফায় দু'পায়ে

কড়ি দিয়ে ক্রয় করে বিনামূল্যে ফেলে আসা যাদের অভ্যাস
আমিও তাদের দলে, অতএব তোমাদের শব্দ থেকে যতই বারুদ ঝরাও
পাগমান উপত্যকা সহজে কী কারো হার মানে

আমার আশংকা শুধু তোমার কী হবে
বোমারু বিমান থেকে যতোই পড়ুক না কেন বারুদের ঢিল
অমূল্য ঐশ্বর্য্য তুমি সযতনে রেখে এসো গোপন সিন্দুকে
না হয় ইস্তফা দেবো আমার আশার
আমি তো জাগ্রত নই, নেশার পাহাড়ে দিয়ে আরামে হেলান
অদৃশ্য পালকে উড়ি শঙ্খচিল মোহের বাতাসে

অলীক পাখনাগুলো একদিন ভিজে গেলো আষাঢ়স্য দিবসের স্নেহে
মনের মন্দিরে শুনি ক্রমাগত শঙ্খ ধ্বনি বাজে
এমন বাজায় কারা মোহময় প্রেমের গজল
তালাশে ছিলাম ব্যস্ত, এক ফাঁকে ঢুকে গেছি তোমার হৃদয়ে
এখন কিভাবে তুমি ঠেকাবে আগল

জলরেখা টেনে যারা দাঁড় বায় নদীর কিনারে
বিনিময়ে ঘরে আনে বাতাসের ফল
সাথী আমি আপাততঃ ক্ষণজন্মা এমন মাঝির
অনায়াসে যারা বুঝে কোনদিকে বাতাসের কল

www.pathagar.com

মেঘের গুঞ্জন থেকে চিহ্ন পেয়ে অসময়ে ঘরে ফিরে দেখি–
তোমার শরীর থেকে চিহ্নগুলো এ কেমন দু'চোখ পুড়ায়
চোখের ভেতর থেকে জেগে ওঠে বসন্তের শাশ্বত নীলিমা
সহাস্য বাচন থেকে ঝরে যাচ্ছে সুন্দরের সলাজ পূর্ণিমা
তোমার সংলাপ থেকে ঢেউ ওঠে অদূরের যুবক হৃদয়ে

অথচ আমার যেনো শকুনের স্বপ্ন দেখে হয়েছে প্রভাত
অদৃশ্য আঘাতে কারো ভেঙে গেলো দাঁড় টানা হাত

ঢাকার সড়কে হাঁটে যুবক একাকী এক বৃষ্টি ঝরা রাতে
বৃষ্টির বিকল্প নেই যদিও আড়ালে আছে আকাশের তারা।
৪· ৫· ৮৫

www.pathagar.com

রূপাগ্নি কিশোরীর প্রতি

কতোবার তোমাকে বলেছি কিশোরী
ওড়নাবিহীন তোমার কামিজে
যুবকের দৃষ্টি থেকে
তেলচিটে তেলাপোকা
উড়ে এসে যদি জুড়ে বসে

তবুও আগল নেই, কেনো নেই বুকের বন্ধনী?

কখনো একলা পেয়ে কেউ যদি
খোলা বুকে ছুঁড়ে মারে
রূপনাশক বিষাক্ত চাহনী
তাহলে বুকের চাবি যার হাতে, কামনার কোমল প্রহারে
তালা খুলে সেই লোক দুই হাত যখন বাড়াবে
জীবন-পূর্ণিমা রাতে কি তুমি বিলাবে তাকে
আদিম উত্তাপে?

কতোবার বলবো আর
আমারও যে ডানা আছে, উড়বার সাধ
সংযমের আয়নাটাকে দূরে ছুঁড়ে
যৌনতার উলঙ্গ বাদুড়
স্থূল অবকাশে উড়ে গিয়ে যদি বসে একবার

লাজুক রিক্‌শার হুডে সেঁটে থাকা হাজারটা প্রজাপতি
কোথায় লুকাবে?
১৪· ৮ ৮৬

www.pathagar.com

সমুদ্রের স্বর

দু'চোখের পাপড়িতে লেগে আছে সমুদ্রের নুন।

আকাশের মুক্ত ছাদ অনায়াসে মিশে গেলো অচেনা সাগরে
সামনে বাড়াই চোখ– দিগন্তের দূর হাতছানি
পেছনে তাকিয়ে দেখি নিবিড় তীরের কাছে
বাঁশঝাড় জেলেপাড়া সাম্পানের বৃদ্ধ মাঝি সুদূর অচেনা।

সারারাত শাণিত সমুদ্রে ভেসে ভেসে
শুনছি এ কার অভিশাপ
জল কোলাহলে শুনি কিসের ক্রন্দন
ব্যাপক বাতাসে কারা ফিস্‌ফাস্‌ গাঢ়স্বরে হাসে
রাতের চিবুক থেকে
ক্ষিপ্র হাতে খুলে নেয়
মেহ্‌দী রঙ চাঁদের পূর্ণিমা
সমুদ্র তর্জনে বাজে কার এ কঙ্কণ
মেঘের খণ্ডিত দুই ডানা চেপে উড়ে যায় কোন্‌ সে বোরাক

জলাঙ্গী আকাশ থেকে নামালাম চোখ
পানির সুনীল ক্রীড়া, বাতাসের তীব্র হাহাকার,
দিগন্তের ধাবন্ত বিস্ময়
আর গন্ধহীন নুন
মাটি আর শস্য ভরা পৃথিবীর পাটাতনে দাঁড়াই যখন
তখন তালুতে দেখি

চাঁদের আসঙ্গ লিপ্সা আমাকে আবার
সমুদ্রের স্বরে ডাকে জলজ ভাষায়।
৭· ৫· ৮৬

www.pathagar.com

প্রতিতুলনা

এক.

এভাবেই সমুদ্রের বহুমুখী স্রোত
জ্যোৎস্নার প্রলোভনে নেয় শত বাক;
জেনানার সৌন্দর্যে যে ভাবে কোণের সোফায় বসে
শামুক গুটানো লজ্জাও আজ হয়েছে অবাক।

দুই.

একদিকে জীবনের স্বাধীন মহিমা
অন্যদিকে সুন্দরের প্রসিদ্ধ পোশাক
আমি কার কাছে যাবো,
স্বপ্নের রুমাল দেখে আমিও যে হয়েছি নির্বাক!

তিন.

আয়েশী চাঁদের মতো শূন্য ঘরে
আর কতো জীর্ণতা বিলাই
কার ছায়া উল্কা হয়ে টেনে তুলে চোখ
পরস্পর আবার তাকাই।

চার.

মধ্যদিনে বাড়ী আলো করে যার রোশনাই
কি ভাবে বা তাকে জোনাকীর সাথে জুড়ি,
বিচূর্ণ হাসিতে মেঘ খান খান
পালকের ভারে আমারও কি হবে এন্তার উড়াউড়ি?

৩·৪·৮৭

www.pathagar.com

বৃষ্টির প্রজাপতি

[২৩ অক্টোবর ১৯৮৭ স্মরণে]

এক.

পুরুষের পাজরে নারী তোমার জন্মের উৎস
তোমার উদরে বীজ মানুষ সৈনিক
এরপর বড় প্রাপ্তি সুখের জীবন,
এ ঘন্টা বাজুক এই শুভ অভিষেকে।

দুই.

তোমার চোখ দিয়ে ঝরুক আজ নীরব সংলাপ;
তোমার লজ্জা থেকে বিখ্যাত বীরের মতো আরেক খালেদ
প্রবল পুরুষ এক জন্ম নিক পৃথিবীর অভিজ্ঞানে
ঠেলেঠুলে আসুক এই শ্রাবণের জলভাঙা ধানে।

তিন.

নারীর গন্ধে নয় শুধু বৃষ্টির ঘ্রাণ
অতএব সারাক্ষণ খুলে রাখো প্রজাপতি রোদের পেখম;
আমাদের রেলিং ঝুকে
কয়েকজন মানুষের দিগন্ত সীমানা
অতএব আসো এই ব্রীজটাকে বহমান রাখি।

www.pathagar.com

শব্দেই আমার খেলা

শব্দেই আমার খেলা। রাতজাগা ভোরের রমণী
যে ভাবে ক্লান্তিতে কাঁপে সংসারের কুটিল ধাঁধায়
আমার শব্দের সারি ততোধিক অবসন্ন হোক
কোথায় লুকানো তার শোভাময় আদিম চড়াই
খুঁজে নেবো ঠিক দেখো।

যেভাবে তোমাকে আমি
বাতাসে ডেকেছি নারী, বাতাস দেয়নি সাড়া
গাছের পাতারা ছিল ম্রিয়মান পাথরের শোকে।

পাথরেরও কান্না আছে, আগুনের দাহে আছে প্রেম
অথচ আমাকে তুমি চোখের আর্সিতে মেখে
কপট বিবাদী দাহ ছুঁড়ে দিলে বিষাদের গৃহে।

দাহের ছায়ায় বসে আধশোয়া তোমাকে দেখেছি
শব্দের প্রসঙ্গ নিয়ে আজ তুমি আমাকে কাঁদালে।
১৯· ১· ৮৮

www.pathagar.com

ভাবছি আমি তোমার কাছে যাবো

ভাবছি আমি যাবো
সমূহ শক্তি দিয়ে
তোমার শরীর সেচে তৃষ্ণা মেটাবো

ভালোবাসার মাতাল বাঁশির সুরে
আগে ভাগে জানান দিয়ে যাবো

এখনো করিনি ঠিক
দিন তারিখ
পঞ্জিকা খুলেছি খানিক মাত্র আগে
এই তো দেখি চোখের তলে
আসছে মাসের পাতা
কাঁপছে থরোথরো

ভাবছি আমি যাবো
অশান্ত এই আত্মাটাকে
তোমার কাছে জমা রাখতে যাবো

কিন্তু একি।
সব দিনেরই নীচে আছে লেখা
'ভ্রমণে খুব বিড়ম্বনা যোগ
যাত্রা অশুভ'

ভ্রমণ মানেই বিড়ম্বনা
তা তো আছেই জানা
যাত্রা মানেই তর্কাতীত এক মুমূর্ষু পিঞ্জিরা

তবুও আমি যাবো

www.pathagar.com

দেখতে যাবো তোমার ঠিকানা

তোমার কাছে যাওয়া মানে
অবুঝ হাতে নিজের নামটি লেখা

তোমার কাছে যাওয়া মানে
অতীত দিনকে আবার ফিরে পাওয়া

তোমার কাছে যাওয়া মানে
বর্তমানের বিষণ্ণতায় আলো বাতাস ঢালা

তোমার কাছে যাওয়া মানে
ভূমিকম্পের পরে আবার নিজের শরীর দেখা

ভাবছি আমি যাবো
কাঁটার নদী সাঁতরে হলেও তোমার কাছে যাবো।
১৪· ৪· ৮৮

www.pathagar.com

অসহ্য সুন্দর রাতে

অসহ্য সুন্দর এক রাতে
বৃষ্টি ভেদ করে আধুলির মতো চাঁদ
পৃথিবীতে এলো নেমে।

নষ্ট লোভে বারবার ডেকেছি তোমাকে

আমাদের ঘরে আজ পূর্ণিমার ডাক,
আলোর দস্তানা পরে ভুবন মোহিনী চাঁদ
আধো জ্যোস্নায় হৃদয় দিঘীতে দেখো
ফেলে গেছে প্রণয়ের জাল।

হলুদ ঘুমের রাজ্যে জব্দ হলো
লজ্জাবতী সাড়া,
তোমার শরীর ছুঁয়ে
ফিরে এলো জ্যোস্নার ছায়া।

অথচ কী উল্লাসে গভীর রাতের চাঁদ
দিয়ে গেলো তাড়া।

যদি একবারও লজ্জার মাথা খেয়ে
উঠে আসতে চাঁদমাখা ছাদের কার্ণিশে
তুমি আর আমি
আকাশ চুম্বক ছুঁয়ে
সূর্য উঠারও আগে
চাঁদের আলোয়ান গায়ে
পৃথিবীতে ফিরে এসে পারতাম
অনায়াসে পাখিদের ঘুম ভাঙাতে।
২৫·৪·৮৮

www.pathagar.com

একদিন তুমি আর আমি

একদিন তুমি আর আমি
বাধার চাঙড় ঠেলে
আর হাঁটুতক পানি,

কৃষ্ণা দ্বাদশী রাতে
প্রাণদন্ড নিয়ে কাঁধে
ফেরারী যুগল
ঘনকালো অন্ধকারে
প্রণয়ের আবির ছড়িয়ে
বিষকাটালীর ঝোপে
কাটিয়েছি বাকী রাত

আর আমাদের হাত
ধরাধরি দেখে
সে কি লজ্জায়
কুয়াশা জড়ানো ভোরে
ফোকলা হাসিতে
ঝিকমিক করে ওঠে
গন্ধরাজের ঝাড়
৬· ৬· ৮৯

www.pathagar.com

ঘরে ফিরে

ঘরে ফিরে দেখি তুমি নাই।

দরজায় পা দিয়েছি,
কাঠ–বেড়ালীর মুখের মতো থমথমে ঘরের পর্দাও।
উদ্বেগে কাঁপা হাত দরজার শিকল তুলতেই
এই প্রথম দেখলাম দুই বছরের যুগল বিছানায়
সংসারী হাত লাগে নি সারাদিন, এক কোণে
দুমড়ে পড়ে আছে তোমার গতরাতের বাসি কামিজ।

অগোছালো বইপত্রে জমা
ধুলোর আস্তরণ থেকে উঁকি দিচ্ছে
একটি চিরকুট।
কার্পেটের উপর পড়ে থাকা
মরা ফড়িং জোড়া মাড়িয়ে
চিরকুটে হাত রাখতেই দূরের বাতাসে দুলে উঠলো
বিষণ্ন হলুদ পর্দা।

পর্দা দুলছে,
মেয়েলি আলোর ফুটপাত থেকে
কিনে আনা তোমার পছন্দের পর্দা।
দুলে উঠলো আমার হৃদয়ও,
কাক ডাকছে বাইরে– ভেতরে, ঘড়িতে বিকেল।

স্থবির হৃদয়ে
হাতে ধরে আছি তোমার চিরকুট,
আমার দিকে বিদ্রুপের চোখে তাকিয়ে আছে
তোমার প্রিয় আসবাব,
মরা ফড়িং জোড়ার দিকে তাকাতেও হিংসা হচ্ছে।

www.pathagar.com

ভগ্নদৃশ্য ঘরের এই অভিশপ্ত বিদ্রুপ ও হিংসার সামনে
চোখ তুলে তাকাতেই পারছি না, চোখ খুললেই দেখবো
তুমি নাই।

মাত্র ছয় শ' একাত্তরটি দিন আর রাত্রিই শুধু নয়
মনে হচ্ছে,
ছয় কোটি একাত্তর হাজার বছর ধরে
আমরা ছুঁয়ে যাচ্ছি পরস্পরের উষ্ণতম হৃদয়ের তাপ।
৩১.৮.৮৯

www.pathagar.com

উদ্বাস্তু শিবির

এখানে উদ্বাস্তু শিবির, সভ্যতার বিষণ্ন ফটক
এখানে থাকে না কিছুই, শুধু থাকে আশার পাষাণ বুকে মন্থর পাথর
পিলসুজে পুড়ে যাওয়া তেলের গন্ধ আর হিমশীতল রাতের কামড়।
এখানে উদ্বাস্তু শিবির।

এখানে উদ্বাস্তু শিবির, সভ্যতার নতুন কবর
এখানে স্থির কিছু নেই, বাতাসে হৃদয় নড়ে–উড়ে যায় আত্মার পাখিরা
জালিমের চেঁচানিতে ঘুমায় না স্নায়ু, মজলুমের রাত্রিবাস ঘৃণার ধোঁয়াতে।
এখানে উদ্বাস্তু শিবির।

এখানে উদ্বাস্তু শিবির, সভ্যতার দরদী খোঁয়াড়
এখানে স্পন্দন নেই, আছে শুধু যক্ষ্মা রোগীর মতোন রক্তের আঘাত
যেমন আঘাতে শুধু থেমে যায় প্রসন্ন মুহূর্তের কোন সুরের মূর্ছনা।
এখানে উদ্বাস্তু শিবির।

রাতের সুখের স্বপ্ন কোমল দু'হাতে ঠেলে স্বপ্নময় নারী আসে মিছিলে, সারিতে
তাকায় সন্দিগ্ধ চোখে নির্মম দিগন্তের সব বধির বর্ণের দিকে
যেনো এক সহোদরা সালেহা খাতুন চিরকাল ভুল বোঝে যাকে এক গ্রামের পাষাণ।
অশেষ কাহিনী নিয়ে পড়ে থাকে লাঞ্ছিতা অজস্র বছর
জালিমের লীলাভূমে যতোদিন গজায় না ঘাস, ততোদিন
আপন সন্তানকে তার খাদিজার ধৈর্য্য নিয়ে শোনায় এই শোকের কোরাস।

নিঃসঙ্গ বয়সেও দুই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার যুথবদ্ধ লাঠি
জালিমের খঞ্জরের তাড়ায় হায় নেমে আসে মাটির কাঠিন্যে
পাহাড় ডিঙ্গিয়ে যতো এসেছিলো পথিকের দল
পাগমান কুনার থেকে, গজনী বা কান্দাহার থেকে
পিঁপড়ের সারির মতো খাইবারের উচুঁ–নিচু পথ এঁকে বেঁকে
মাঘের হাওয়ার স্পর্শে চৈত্রের রোদের ঝাঁঝে
সকল জোয়ারের ধারা যেনো এই যুক্ত হলো পদ্মা–মেঘনা–যমুনার স্রোতের উজানে।

www.pathagar.com

তাদের কাহিনী কবে শেষ হবে সমুদ্রের মোহনার ধারে?

এখানে সওদা নেই আঙুর বেদানা কিংবা খোবানি কিসমিস
গ্রীষ্মের মাঠের মতো প্রকৃতির জাজিম বিছানো
মাথার উপরে শুধু ফুটন্ত সূর্যের ছাদ
কিন্তু আশ্চর্যের যা তা কেবল আফগান মর্যাদার প্রতীক
খুশহাল খান খটকের প্রবল জাত্যভিমান।

শৃগালী কৌশল তবু বন্ধ থাকে না
মরুর পাখির ডাকে ভাঙুক ঘুম সূর্যলোকে হাসুক শিবির
এমন উপায় নেই, পাখির কুজন–সে কেবল স্বপ্নের ভেতর।
মরা মানুষের ঘ্রাণ ইতিমধ্যে শুকিয়েছে যারা নাকের ভেতর
শীতের হিমেল রাতে বহু দলে বহু দিক থেকে
পাখির ঝাঁকের মতো উড়তে থাকে যেনো সব প্রাণদ ঈগল।
এলো যারা একে একে পাঞ্জশির পাক্‌তিয়া থেকে; বাগদান বাদাখশান থেকে
পাথর জমানো পথে কায়ক্লেশে দেহ টেনে টেনে দীর্ঘরাত পদচিহ্ন এঁকে
এ নিশানা দিতে হবে মুছে রাতের আঁধারে।
তবুও আসে–তবু তারা আসে এখানে এই উদ্বাস্তু শিবিরে
সভ্যতার শরম যেখানে।

দীর্ঘরাত দূরদেশী সহোদরা অস্থায়ী তাঁবুতে
মাতৃত্বের সোহাগ ঝেড়ে বিলাবে দু'হাতে
ধূলোর শয্যায় তবু সাজাবে সাহস দিয়ে আগামী সৈনিক
কেউ তো হারিয়ে যাবে কেউ ফের অভিষিক্ত হবে ঠিক বৃক্ষের চারার মতোন।
নিশ্চয় একদিন হবে ধৈর্য্য–শেষ। পাহাড়ী নদীর মতো খুলে যাবে অবরুদ্ধ সকল দরোজা।
প্রতিবাদী ঝাপটায় খানখান–চৌচির হয়ে যাবে শত্রুর নির্মম খঞ্জর
অনেক রাতের পর্দা সরে যাবে, দেখা যাবে স্বাধীন পথের তেমাথায়
মরু–গিরি পাড়ি দিয়ে যে পথে এসেছিলো ত্রস্ত সব পথিকের প্রাক্তন পুরুষ।

সভ্যতা। সেইদিন ওরা তোমাকেই করে যাবে ঘৃণা।
২৫·১২·৮৫

www.pathagar.com

শায়খুল আজহারের সাথে সাক্ষাৎকার

[অধ্যাপক আবদুল গফুর শ্রদ্ধাস্পদেষু]

অবাঞ্ছিত এই বিলম্বের জন্য মাফ করবেন মহামান্য শায়খুল আজহার।
নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের এই দেশ। মাঝে মাঝে বিগড়ে গেলে মনে হবে
পৃথিবীর বৃষ্টিবহুল চেরাপুঞ্জি!–পাহাড়ী সড়কে দাঁড়িয়ে
বৃষ্টির উল্লাসে নগর কাক ভিজছে তো ভিজছেই।

বিদগ্ধ সম্পাদকের কয়েকদফা তাগাদার পর আপনার সাথে
শুধুমাত্র আপনারই সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারের নিমিত্তে
এখন আমার হাতে রক্ষিত এক আশ্চর্য প্রশ্নমালা
বৃষ্টির ঝাপটা থেকে আধ ভেজা আঁচলের মতো
গুছোতে গুছোতে আমি ও আমার সম্পাদক
একটি রিক্সার জন্য তড়পাচ্ছি–সদ্য হালাল করা মোরগের
শিরা ও সন্ধিতে যেনো রক্তের উষ্ণ স্রোতধারা।

শেষমেষ অচেনা পাখির ভাষায় ক্রিং ক্রিং ঘন্টা বাজিয়ে
এক রিক্সাওয়ালা তার রথচক্রে তোলে
পাতালপুরীর আঁধার থেকে আমাদের করলো উদ্ধার।

ঢাকার নবীন সহিস
তুফান বেগে ঘন্টির হ্রেষায় বৃষ্টির ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে
রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'পদ্মা'র দিকে ছুটছে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য।
পাশে সন্দিগ্ধ সম্পাদক। আরেকবার প্রশ্নমালার দিকে বাড়ালেন হাত।
আমার ক্লান্ত শরীর মুহূর্তেই সম্বিত ফিরে পেয়ে
তাঁর দিকে মনোযোগ তাক করে বাড়ায় ক্যাসেট।
টেপ রেকোর্ডার বিষয়ক টুকিটাকি, ক্যাসেটের গুণগান শেষে
তাঁর বৃষ্টিস্নাত কণ্ঠ যখন প্রশ্নমালাকে ভ্রুক্ষেপ করে বারকয়েক কেঁপে উঠলো
সময় তখন গড়িয়ে যাচ্ছে–
চার নম্বর ফুটবল ধরার জন্য চার বছরের শিশুর সে কি আপ্রাণ প্রয়াস।

www.pathagar.com

আমি বললাম, দেখুন–
আমাদের পৃথিবী ক্রমশঃ দুই বৃহৎ অজগরের খোলস ভেঙ্গে বেরিয়ে আসছে।
আধবুড়ো জাতিসংঘের বির্তক সভায় আমাদের সভাপতিত্ব মূলতঃ তৃতীয় বিশ্বেরই বিজয়।
আমাদের পিঠের, বাহুর, পিত্তের, ডানার, ফুসফুসের, আঙ্গুলের
–সর্বাংগের দগদগে ক্ষত শুকানোর মহার্ঘ মলমের কৌটো এখন আমাদেরই মুঠোয়।

উদ্যত ফণা তোলে সম্পাদকের অভিজ্ঞ চাহনী। তবুও বকে যাইঃ
কোন সমস্যার সমাধান যখন দীর্ঘসূত্রী নয়, তাই জিজ্ঞাসার প্রয়োজন–
মাংসল তুলোর মতো শর্তাধীন ঋণ আমাদের যে ভাবে
লোমের মতো জড়িয়েছে
কোন্ হ্রদের পানিতে তাকে ধুয়ে আনা যায়?
জাতিসংঘের ললাটে এখন কে চুম্বন এঁটে দিলে
আফগানিস্তান থেকে শ্বেত ভালুক, ফিলিস্তিন থেকে পাঁশুটে শেয়াল
লেবানন থেকে বিষাক্ত নেকড়ে আর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কেঁদো বাঘ
থাবা গুটাবে?
সোমালিয়া থেকে আরাকান পর্যন্ত যেখানে যতো মুক্তির যুদ্ধ
শ্বাপদের গায়ে আঁচড়টি লাগাতে হচ্ছে ব্যর্থ,
নৈরাশ্যের গহ্বর থেকে আশার চাতালে তোলে এনে
কিভাবে এদের দেয়া যায় প্রাকৃতিক উত্তাপ?
ইরান–ইরাক লড়ায়ের কাক জ্যোৎস্না সরাতে কার হাতে রোপন করানো যায়
আকাশে খোদাই প্রেমের বোধিবৃক্ষ?
ফারাক্কা–তালপট্টি, দহগ্রাম–আঙ্গরপোতা আমাদের হৃদয়ের নিজস্ব আগুন
নেভানোর প্রয়োজনেও একটি যোগ্য দমকল বাহিনী গড়ে তোলা নয় কি জরুরী?

বিষণ্ন দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সম্পাদক বললেন, থাক।
তোমার জিজ্ঞাসার ভেতর রাজনৈতিক দরদস্তুরই বেশী।
বৃষ্টিমুখর পৃথিবীতে এই আশাবাদী সংগীত স্বরলিপি
বাস্তবতার আদি আগুনের আঁচে অঙ্গীকারের জিহ্বা থেকে
জীবন ধারণের সমস্ত লালা চুষে নেবে।
তৃতীয় বিশ্বের সুখ–দুঃখের কাঁচা–পাকা দাগ মুছে দেয়া

www.pathagar.com

কঠিন মৃত্তিকা ফুঁড়ে ফুল ফুটানোর মতোই কঠিন প্রয়াস।

বর্ষায় বৃষ্টির জলে অন্যমনস্কে কয়েকবার আঁকলাম নাম
সম্পাদকের, আমার, মহামান্য শায়েখ–আপনারও।
কাল্পনিক শব্দের তরঙ্গে ভরে দিলাম ক্যাসেটের ফিতা।
এদিকে আমাদের সমঝোতার তোয়াক্কায় তুড়ি মেরে ইতিমধ্যে গন্তব্যেরও শেষ।
ভেজা হাতের অভ্যন্তর থেকে উঁকি দিচ্ছে কলমের ভাষা
কিছুক্ষণের মধ্যেই বলপয়েন্টের কালো রসে ভিজে যাবে নিউজপ্রিন্ট প্যাড।

গন্তব্যে যদিও এসে গেছি তবুও আমার থরথর কাঁপুনি
অন্যভাষী মনীষার জওয়াব শোনার জন্য কেমন উদগ্রীব।
তাহলে সত্যি সত্যি আমার ক্যাসেটের ফিতা বেহেশ্‌তের ভাষায় আজ পূণ্যবান হবে?

অভ্যাগত আমি, কিন্তু একি
আমার সিঁড়ির ধাপ শেষ না হতেই
আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেজবান অনুবাদকের চোখে মুখে দেখি বিবমিষা
'মহামান্য শায়খের সাথে এই মুহূর্তে আপনার মতো
একজন মন্ত্রীও সাক্ষাতের কাঙাল।
–বলুন, সাংবাদিক না মন্ত্রী, কার অগ্রাধিকার?'

বরফের মতো ঠান্ডা শরীরের আধভেজা সার্ট–প্যান্ট
কাকতাড়ুয়ার মতো বারকয়েক দুলে উঠলো।
এক ম্লান অভিজ্ঞতা নিয়ে 'পদ্মা'র দোতলায় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে
অনাহুত সাংবাদিক আমি। আমার যুবক দৃষ্টি দেখছে, বাইরে
টিপটিপ বৃষ্টিপাতেও মানুষের অসহায় দৌড়ঝাপ।
যে ভাবে এ সব মানুষ এই সামান্য বৃষ্টিপাতেও গায়ের নগণ্য কাপড় বাঁচাতে
নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় এক জোড়া অদৃশ্য পাখা মেলে দিয়েছে,
তাদের জ্ঞাতি–গোষ্ঠীর হাড্ডি আর কবরগাহের হিসাব শোনার জন্য
এরা যে মুহূর্তের জন্যও পথে থমকে দাঁড়াবে না–এই বোধ হতেই
আমিও ফেরার জন্য 'পদ্মা'র সিঁড়ি ভাঙতে লাগলাম।
১১· ৫· ৮৭

www.pathagar.com

তুরাগ নদীর তীরে

বিচিত্র মানুষ তাঁরা কেউ কেউ পায়ে হেঁটে অনেকেই বাস-ট্রেন-স্টীমারে
কাপড়ের পোটলায় শীতের পোষাক বেঁধে
তিস্তার ওপার থেকে পাটগ্রাম কালিগঞ্জ থেকে
কাউনিয়া পলাশবাড়ী থেকে আল্লাহর রাহে এঁরা সড়কে নামেন।
অবিরাম ছোটেন সবাই, ক্লান্তিতে ঘামে ভিজে মাথার উপরে রাখা
কাঁথা ও বালিশের ভাঁজে আলু ও পটল
খোরাকীর ময়নাশাইল চাল।
সুরমার ওপার থেকে ছাতক সুনামগঞ্জ থেকে
ছিপছিপে ডিঙ্গির বেগে মানুষের ঢল
মাড়ায় বিস্তীর্ণ পথ শত বিঘ্ন বাধার পাহাড়।
টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া সমগ্র দেশের
পরিশ্রান্ত লাখো-মুসাফির
তুরাগের ধুলির আবেশে ছাড়ে স্বস্তির শ্বাস।

কী করে যে পৌঁছে যায় ঋতুর খবর
মাঠ থেকে উঠে আসে কর্দমাক্ত গ্রামের কিষাণ
আদালত আজ তবে বন্ধই থাক্
বিপণি বিতানগুলো জমজমাট হবে না যখন
দর্শন প্রার্থীরাও আগামী তিনদিন ধর্ণা দেবে না
অতএব সবকিছু অঘোষিত বন্দ্।
নিঃসঙ্গ শহরগুলো চোখ খুলে চেয়ে থাকে উতলা-উদ্‌গ্রীব
তুরাগ নদীর তীর কতোদূর, খুব বেশী দূর?

তুরাগ নদীর তীরে মুগ্ধ মনে বৃদ্ধ-কিশোর-জোয়ান
কখন কীভাবে তারা নদীর ধারার মতো মিছিলের সাথে মিশে
রহস্যের সওদাপাতি প্রকৃতির মলিন চাদরে বেঁধে রেখে
তীব্র ঘামে জবুথবু কাহিনীর পশরা খোলেন।

www.pathagar.com

অলৌকিক কুশলীরা তুরাগ নদীর তীরে কীভাবে যে প্রবাহ জমান
সবুজ ভূখন্ডব্যাপী রাতারাতি বাঁশের কাঠামো তুলে
চটের ছালাকে তারা আপাততঃ ছাদ করে নেন
বিরান ভূ-ভাগ জুড়ে একসাথে দ্বীন ও দুনিয়ার এই গেরস্থালি
খররোদ্রে আকাঙ্খার আগুনে সেঁকেন।

এবং বলা হয়,
লাখ-বিশেক উত্থিত হাতের ফৌকর গলে
যুথবদ্ধ মুমিন মুখের স্রোতাস্বিনী কণ্ঠ থেকে
একক যশস্বী স্বর 'রাব্বানা' উচ্চারিত হয়
তুরাগ নদীর তীরে উপছে পড়ে বুভুক্ষ চিত্তের সব শিল্পিত আবেগ
দুর্বার-দুর্জয় এই শব্দের যুগান্ত প্লাবনে যেনো ধুয়ে মুছে যাবে সব অকেজো ভড়ং।

তুরাগ নদীর তীর
বৎসরান্তে এ রকম ঝিল্লিস্বরে 'আমীন' 'আমীন' এই প্রার্থনার সশব্দ কোরাসে
এবড়ো-থেবড়ো কোষ্ঠ-কাঠিন্য তার মাটিকে জাগায়
উত্তরের অসহ্য শীত
দক্ষিণের লবণাক্ত ঘ্রাণ
পূবের পাহাড় থেকে নেমে আসা ভয়
পশ্চিমের মায়াবী তুফান পালায় নিমেষে
খুলে যায় জীর্ণ-শীর্ণ হৃদয়ের সকল কপাট
বিজয়ী আশায় দোলে নিবু নিবু ঐশ্বরিক বাতি।

তারপর নির্ধারিত সময়ের শেষে দুপুরের খররোদ্র তাপে
মানুষের তা-থৈ সমুদ্র নামে পুনরায় পথে
কেউ কেউ ঘরে ফিরে যাবে, আত্মার শৃঙ্খলে নিজে আবার জড়াবে
কেউ কেউ অন্দরমহলে ঢুকে জীর্ণ হেসে দমবন্ধ দুঃখ বাড়াবে
দীপ্যমান অনেকেই যুদ্ধফেরা সৈনিকের মতো
অচেনা-অজানা এক দূর গ্রামে যাবে, বঞ্চিত কৃষকের কাছে ঐশ্বরিক উপদেশ নি

www.pathagar.com

সূর্যাস্তের প্রান্ত ধরে তুরাগের তীর, নীচে যার স্থির জলাভূমি
বিরাণ ভূখন্ড যার বৎসরান্তে সুনির্মল চেহারা পাল্টায়
ধীরে ধীরে এই সব দৃশ্যপট যখন পালায়
নীরব যাত্রার দিকে নির্ণিমেষ তাকিয়ে আছি আমি
আশা ও আবেগের ঝড়ে আঁতিপাতি করে ওঠে প্রশ্নের ডহর
তুরাগ নদীর তীরে শঙ্কাহীন মানুষের ভীড়ে
হয়তো হবে না শেষ প্রলম্ব দিনের এই অপেক্ষা আমার
নয়তো বা পাবো আমি আশার আশ্বাস।

কেমন দোদুল্য আমি, অন্ধকারে মিশে আছি রাতের ছায়ায়

যতোবার প্রশ্ন করি
আমার প্রশ্নের ধ্বনি ততোবারই হৃদয়ের ডানদিকে বাজায় টংকার
যতোবার পেছনে তাকাই
ততোবারই নিজস্ব বুকের ঘামে শুঁকি আমি টকটকে রক্তবর্ণ তুরাগের পানি।
১০· ২· ৮৫

www.pathagar.com

অস্পষ্ট বন্দর

[ফররুখ আহমদ কবি–পুরুষেষু]

জাহাজের পাটাতনে রৌদ্রজ্বালা তাতানো কড়াই
যখন আমার হাত ব্যতিব্যস্ত জবর–দখলে
আতঙ্কে বিমূঢ় আমি
ঝড়ের কবলে পড়া দিনান্তের দিশেহারা মাঝি
ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া মেঘে যাবো নিজেকে লুকোতে
মাতাল সাগরে দেখি অতিকায় হাঙ্গরের মুখ
দিগন্ত–ঢালুতে দিয়ে শরীরের ভর
পাড়ি দেবো সাগরের নীল সুতো লক্‌লকে জিব
আকাশ গড়ান দিলো পতেঙ্গার দিকে
বন্দর ফাঁড়ির দিকে
স্বর্ণ ঈগল আজ বড়ই নিসঙ্গ
কর্ণফুলী কার ফুল, কুমারী মনের ভুলে
হারিয়েছে যুবকের পরিয়ে দেওয়া স্বর্ণলতা দুল
এই শোকে চরাচর নিঃশঙ্ক ডানার ভরে ঈগলের আকাশে উড়াল?
প্রসারিত মোহনায় ফেরাবো ফেরাবো চোখ
নিজের অস্তিত্বে আমি ফিরে এসে দেখি সেই জাহাজের ডেক।

মাস্তুলে আনাড়ি হাত,
পতপত শব্দ শুনে শিহরণে ওপরে তাকাই
ঝর্ণার পানির স্রোতে নুড়িতে নুড়ির ঘায়ে স্বপ্নময় যেমন গোঙ্গানী
হাতের মুঠোয় দেখি মিছিলে রণিত এক
সবুজ পতাকা ধরে দাঁড়িয়েছি আমিও নাবিক!

যেতে হবে দূর এক অস্পষ্ট বন্দরে।
হাতে ধরা সফরের ব্যবহার্য দ্বিবিধ তালিকাঃ

তীরের বালুতে মাখা তালিকার একদিকে পূর্বসূরী স্মরণীয় নাম কতিপয়

www.pathagar.com

অপর পৃষ্ঠায় আছে করুণ কষ্টের কথা
ঝড়ের দুঃস্বপ্ন গাঁথা তিমির ফোঁপানি
শোষক মেঘের পিঠে বর্বর মৌসুমী
তৃষ্ণার তাড়না আছে, বিবমিষা সামুদ্রিক ব্যাধি
খোদিত ফলকে যার অন্য নাম মরণপয়োধি।
পানি নেই–পুষ্প নেই–নেই জায়া–প্রিয়তমা সবুজ পৃথিবী
পাল ছিঁড়ে গেলে–দাঁড় ভেঙ্গে গেলে–কার কাছে কার শেষ নামাজের দাবী।

জাহাজের সিটি বেজে গেছে।
যন্ত্রের দানব কনসার্টে
রুদ্ররোষ পৌঁছে গেছে দ্বিধান্বিত হাতে ধরা মাস্তুলের কাঠে।

কেমন নিলামে আমি চড়া দামে নিজেকে হেঁকেছি!

সাগর শান্ত থাকে, স্থিরজল প্রতিবিম্বে দেখে তার আভা
সাগর ফুঁসেও ওঠে, নাবিকের কম্প্রহাতে ছুঁড়ে দেয় লাভা।

আমার ক্ষমতা আছে ভাসছি যে সাগরের দ্বিচারিণী রূপে?
১২· ১০· ৮৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com